ইসলামের আলোকে

বাসস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তা

ইসলামের আলোকে
বাসস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তা

ড. আহমদ আলী

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

বি আই এল আর এল এ সি-১৪

ISBN : 978-984-90208-9-9

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
শা'বান ১৪৩৬ হিজরী

গ্রন্থস্বত্ব : সংরক্ষিত

প্রকাশক
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
জেনারেল সেক্রেটারি
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২- ৯৫৭৬৭৬২ মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com
Web : www.ilrcbd.org

প্রচ্ছদ : সালসাবিল

কম্পোজ : লেখক

মুদ্রণ
নিউ সোনালী প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

দাম : ২০০/- (দুইশত টাকা মাত্র) US $ 5

ISLAMER ALOKE BASHSTHANER ODHIKAR O NIRAPOTTA (Right and Security of Home on the Light of Islam), written by Professor Dr. Ahmad Ali and Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh, Phone : 02-9576762, Mobile : 01761-855357, Price : Tk. 200, US $ 5

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ আবাসস্থল বা বাসগৃহ যে কোন মানুষের একান্ত কাম্য এবং সভ্যতার অন্যতম দাবী। আধুনিক সভ্যতায় মানবজীবনে উপায়-উপকরণের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি সাধিত হলেও নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ বাসস্থানের মৌলিক চাহিদা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাহত হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে **"ইসলামের আলোকে বাসস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তা"** শীর্ষক অত্র গ্রন্থটির মাধ্যমে বাসগৃহ ও আবাসস্থলগুলোতে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ইসলামের দিকনির্দেশনা ও বিধি-বিধানগুলো জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়েছে, যাতে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. এর নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে প্রতিটি আবাসগৃহ ও অধিবাসীর অশান্তি দূরীভূত হয়ে শান্তিময় হয়ে ওঠে।

একটি আবাসগৃহ বা আবাসস্থল নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণ করার জন্য গৃহে বসবাসকারী প্রত্যেক সদস্যের যেমন কতিপয় নিয়মনীতির অনুসরণ করা জরুরি, তদ্রূপ অন্যান্য আত্মীয় ও অভ্যাগতদেরও কিছু বিধিবিধান পালন আবশ্যক। সেই সাথে নিকট প্রতিবেশীদেরও যাতে কোন প্রকার অধিকার ক্ষুণ্ন না হয় সেই বিষয়টিও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া গৃহের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার ব্যাপারেও ইসলামের রয়েছে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা।

গৃহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আগমন-নির্গমনে ইসলামের বিধিবিধান পালনে যত্নবান হওয়া। বস্তুত প্রতিটি আবাসস্থলের অধিবাসীগণ যাতে সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপন করতে পারে এজন্য ইসলামের যে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা ও বিধিবিধান রয়েছে এ পুস্তকে সেগুলো পর্যায়ক্রমে কুরআন, সুন্নাহ ও ফিক্‌হের আলোকে বিশুদ্ধ তথ্যভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। মূল্যবান এই গবেষণা-গ্রন্থটি সকল মত ও পেশার পাঠকদের জন্যই আলোকবর্তিকা হিসেবে অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ইসলামী আইন যতোটা সামগ্রিক মানব রচিত আইন ততোটা সামগ্রিক নয়। মানব রচিত আইনে দৃশ্যমান ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধের প্রতি যতোটা গুরুত্ব দেয়া হয়, সমস্যা ও সংকটের অন্তর্নিহিত উপাদানগুলো প্রতিরোধের বিষয়টি ততোটা গুরুত্ব পায় না। আর শরী'আহ আইন সমস্যা সৃষ্টির উপাদানগুলোকে গোড়াতেই প্রতিরোধ করে। অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের চেয়ে অপরাধ প্রতিরোধকে বেশি

গুরুত্ব দেয় বলে ইসলামী আইন বেশী কার্যকর ও কল্যাণজনক। বিজ্ঞ লেখক এই গ্রন্থে বলিষ্ঠভাবে বাসস্থানের নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়াবলি দলীলভিত্তিক আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন যে, বাসগৃহের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, সাজসজ্জা ও নান্দনিকতা রক্ষায় এবং পারিবারিক অপরাধ প্রতিরোধে ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিধিবিধান অনুসরণের বিকল্প নেই।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আহমদ আলী একজন বিদগ্ধ গবেষক। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাবিদগণের মধ্যে যারা ইসলামী আইন সম্পর্কে গবেষণা করেন, তাদের মধ্যে তিনি ইতোমধ্যে নিজের প্রজ্ঞা ও দক্ষতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। বিগত দুই বছর থেকে তিনি বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর ত্রৈমাসিক গবেষণা জার্নাল "ইসলামী আইন ও বিচার"-এর নির্বাহী সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব পালন করছেন। ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রথিতযশা প্রতিষ্ঠান থেকে তার গবেষণালব্ধ প্রায় এক ডজন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সবগুলো গ্রন্থই পাঠক ও বিজ্ঞমহলে সমাদৃত হয়েছে। আমরা এই নিভৃতচারী শিক্ষাবিদের **"ইসলামের আলোকে বাসস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তা"** শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সর্বোত্তম প্রতিদানে অভিষিক্ত করুন। আশা করি তাঁর নিরলস গবেষণা দ্বারা জাতি আরো উপকৃত হবে। আমরা মহান আল্লাহ্‌র দরবারে তার দীর্ঘায়ূ কামনা করি।

গ্রন্থটিতে আধুনিক আবাসন সংক্রান্ত সমস্যাদি চিহ্নিত করে এ সম্পর্কিত ইসলামী বিধানাবলি ও দিকনির্দেশনা সংযোজনের প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু বিভাগীয় চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনসহ আরো বহুমাত্রিক গবেষণা কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে আবাসন সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি এ গ্রন্থে সংযোজনের অনুরোধ লেখকের পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে সুযোগ বুঝে তিনি এগুলো সংযোজনের আশ্বাস দিয়েছেন। পরবর্তী সংস্করণে আমরা গ্রন্থটি আরো বর্ধিত কলেবরে প্রকাশের আশা রাখি। এ গ্রন্থ প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং কুরআন ও সুন্নাহ এর অনুসরণের মাধ্যমে আমাদের আবাসগৃহগুলো শান্তি ও সুখময় করে দিন। আমীন ।।

এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
জেনারেল সেক্রেটারি
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

লেখকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহ জাল্লা শানুহু ওয়া তা'আলার অসংখ্য শুকর আদায় করছি, যিনি আমাকে অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও **"ইসলামের আলোকে বাসস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তা"** শীর্ষক গ্রন্থটি রচনা করার তাওফীক দান করেছেন। আনন্দের বিষয় হলো- গ্রন্থটি 'বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার' প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এ জন্য ল' রিসার্চ সেন্টার পরিবারের সকলের আন্তরিক সহযোগিতা, বিশেষ করে মুহতারাম জেনারেল সেক্রেটারি এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সাহেবের স্নেহসুলভ নির্দেশনা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। আমি সর্বপ্রথম 'ইসলামে বাসস্থান : অধিকার ও নিরাপত্তা' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করি এবং এটি ২০০১ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদ কর্তৃক আয়োজিত একটি সেমিনারে পাঠ করি। অতঃপর এটি উক্ত অনুষদ থেকে প্রকাশিত গবেষণা পত্রিকা 'জার্নাল অব আর্টস'-এর ১৯তম সংখ্যায় ছাপানো হয়। পরে এর কিছু অংশ প্রয়োজনীয় সংযোজন ও পরিমার্জন করে "আবাসগৃহে প্রবেশাধিকার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ" শিরোনামে 'ইসলামী আইন ও বিচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বলাই বাহুল্য, উপর্যুক্ত বিষয়ে কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করবো- এ চিন্তা আমার অন্তরে কখনো উদয় হয় নি এবং প্রয়োজনও অনুভব করি নি। সর্বপ্রথম ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টারের উপপরিচালক বন্ধুবর শহীদুল ইসলাম প্রবন্ধটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থে রূপ দিতে অনুরোধ জানান। আমি প্রথমে ভাবছিলাম, আর সামান্য কিছু সংযোজন ও পরিমার্জন করে একটি ছোট্ট পুস্তিকা রচনা করে তাঁর অনুরোধ রক্ষা করতে পারবো। কিন্তু না, তাঁর একান্ত আগ্রহের কারণে প্রবন্ধটিকে পুস্তিকায় সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হলো না। তাঁর পর পর নির্দেশনায় এখানে অনেক নতুন বিষয় সংযোজন করতে হয়েছে এবং পুরাতন অনেক বিষয়কেও পরিমার্জিত করতে হয়েছে। এভাবে বিষয়টির প্রতি আমার আগ্রহের কমতি থাকলেও শেষ পর্যন্ত এ গ্রন্থ রচনার কাজ আমাকে সম্পন্ন করতে হয়। এ কারণে আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

جزاه الله تعالى عني أحسن الجزاء في الدارين.

'স্বাধীন, নিরাপদ ও মনোরম আবাসন' রাষ্ট্রের সকল নাগরিকেরই একান্ত কাম্য। ইসলাম একটি সর্বজনীন জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রত্যেকের নিরাপদ, স্বাধীন, সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর আবাসনের কার্যকর নির্দেশনা প্রদান করেছে। ইসলামের এ নির্দেশনার আলোকে যদি আমরা আমাদের আবাসন আইন ঢেলে সাজাই এবং তা মেনে চলি, তা হলে আমরা যেমন অনৈতিকতার রাহুগ্রাস থেকে রক্ষা পেতে পারি, তেমনি আবাসিক আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও প্রভূত সুফল পেতে পারি। আমি এ গ্রন্থে আবাসনের অধিকার, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত ইসলামের নির্দেশনাসমূহ তোলে ধরতে চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি প্রসঙ্গক্রমে আবাসন সংক্রান্ত অন্যান্য আইনেরও কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করেছি। তবে তা অত্যন্ত সীমিত ও সংক্ষিপ্ত। সময়ের স্বল্পতা ও বহুবিধ ব্যস্ততার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে বিস্তারিত লেখা সম্ভব হলো না বলে পাঠকবর্গের নিকট দুঃখ প্রকাশ করছি। আশা করছি, গ্রন্থটির পরবর্তী সংস্করণে এ সব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো, ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা, আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবূল করুন! এর অসীলায় আমাকে, আমার মাতা-পিতা, পরিবার, সন্তান-সন্ততি, আসাতিযা কিরাম, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং এ গ্রন্থ লিখতে ও প্রকাশ করতে যাঁরা আমাকে নিষ্ঠার সাথে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে দুনিয়া ও আখিরাতে অসংখ্য কল্যাণ দান করুন! আমীন!!

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا مُحَمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ড. আহমদ আলী
প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
জুন, ২০১৫

সূচিপত্র

ভূমিকা **১৫**

১. বাসস্থানের অধিকার প্রতিষ্ঠা.....**১৭-২৩**

ক. মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দান.....১৭

খ. বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা.....২০

খ.১. বসতবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ করা যুলম ও হারাম.....২০

খ.২. বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদকারীদের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ..২১

খ.৩. বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বৈধ.....২১

খ.৪. ভাড়াটিয়াকেও বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা অন্যায়.....২২

গ. অন্যায় ও অসংযত আচরণকারীদেরকে ঘর থেকে বের করে দেয়া.....২৩

২. স্ত্রীর বাসগৃহের ব্যবস্থা করা.....**২৪-৩১**

ক. স্বামীদের ওপর স্ত্রীদের আবাসনের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব.....২৪

খ. স্ত্রীর জন্য পৃথক আবাসস্থলের ব্যবস্থা করা.....২৫

গ. স্বামীর স্বচ্ছলতা ও স্ত্রীর অবস্থান অনুযায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করা.....২৬

ঘ. প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য আলাদা আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করা.....২৭

ঙ. সকল স্ত্রীর জন্য সমমানসম্পন্ন ঘরের ব্যবস্থা করা.....২৮

চ. স্ত্রীর আবাসস্থল নির্বাচন প্রসঙ্গ.....২৮

ছ. ঘরে স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনের বসবাস প্রসঙ্গ.....২৯

জ. গৃহে স্ত্রীর নিরাপত্তা-সঙ্গিনীর আবাসনের ব্যবস্থা করা.....৩০

৩. গৃহে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা **৩২-৩৩**

ক. স্বাস্থ্যকর আবাসের ব্যবস্থা করা.....৩২

খ. আলাদা শয্যার ব্যবস্থা করা.....৩২

৪. পিতামাতার জন্য আবাসের ব্যবস্থা **৩৩-৩৭**

৫. চাকর-নফরদের জন্য আবাসের ব্যবস্থা **৩৭-৩৮**

৬. গৃহে অতিথিদের জন্য থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা করা.....**৩৯-৪৩**

ক. বসা ও থাকার সুব্যবস্থা করা.....৪০

খ. নিজ হাতে মেহমানের সেবা করা.....৪১

গ. তিনদিন পর্যন্ত আদর-আপ্যায়ন করা.....৪২

ঘ. হৃদ্যতার সাথে বিদায় জানানো.....৪৩

৭. অংশীদারী বাসগৃহে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির নিরাপত্তা বিধান.....**৪৪-৪৫**

৮. উপার্জন-অক্ষম নিঃস্ব ব্যক্তির আবাসন.....**৪৬-৪৭**

৯. নিঃস্ব ব্যক্তির বাড়ি বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করা প্রসঙ্গ.....**৪৭-৪৮**

১০. নিরাপদ ও স্বাধীন আবাস প্রতিষ্ঠা.....**৪৮-৬৫**

ক. পরগৃহে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করা.....৪৯

ক.১. অনুমতি প্রার্থনা করা ওয়াজিব.....৪৯

ক.২. ঘরের লোকদেরকে সালাম ও প্রীতি বিনিময় করা.....৫১

ক.৩. অন্ধ লোকেরও অনুমতি নিতে হবে.....৫৩

ক.৪. অনুমতি ছাড়া পরগৃহে প্রবেশের বিশেষ অবস্থা ৫৩

ক.৫. তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করা.....৫৬

ক.৬. ফিরে যেতে বলা হলে বা ঘরে কাউকে পাওয়া না গেলে ফিরে যাওয়া....৫৭

ক.৭. উন্মুক্ত ঘরে প্রবেশ করার জন্য অনুমতির প্রয়োজন নেই.....৫৮

ক.৮. ডেকে আনার জন্য পাঠানো লোকের সাথে আসলে অনুমতির প্রয়োজন নেই.....৫৯

ক.৯. দরজা নক করে বা কড়া নেড়ে অনুমতি চাওয়া.....৬০

ক.১০. কলিং বেল বা পরিচয় পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অনুমতি চাওয়া.....৬১

ক.১১. গলার শব্দ করে অনুমতি চাওয়া.....৬১

ক.১২. অনুমতি প্রার্থনার সময় দরজা বরাবর দাঁড়ানো.....৬২

ক.১৩. সুস্পষ্টভাবে নাম উল্লেখ করে পরিচয় দান করা.....৬৩

ক.১৪. মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য বাইরে বের হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা...৬৪

খ. পরগৃহে দৃষ্টি দান করা বা উঁকি মারা.....৬৬-৭১
খ.১. পরগৃহে দৃষ্টি দান করা বা উঁকি মারা হারাম.....৬৬
খ.২. পরগৃহে অবৈধ দৃষ্টিদানকারীর শাস্তি.....৬৭
খ.৩. গোপনে পরগৃহের খোঁজ-খবর নেয়া হারাম.....৭০
গ. পরগৃহে অবৈধ প্রবেশ করার শাস্তি.....৭১-৭২
ঘ. নিজ গৃহে প্রবেশের বিধান.....৭২-৭৪
ঘ.১. নিজ গৃহে প্রবেশের জন্য অনুমতির প্রয়োজন নেই.....৭২
ঘ.২. স্ত্রীর ঘরে প্রবেশের জন্য পূর্বাভাষ দেয়া মুস্তাহাব্ব.....৭২
ঘ.৩. স্ত্রীর কাছে প্রবেশের সময় সালাম করা.....৭৩
ঘ.৪. মাহরামদের নিকট যেতেও অনুমতি নিতে হবে.....৭৩
ঙ. গৃহাভ্যন্তরে স্বাধীনতা.....৭৫-৮৫
ঙ.১. গৃহাভ্যন্তরে নির্বিঘ্নে ঘুমানোর ও বিশ্রাম নেয়ার অধিকার.....৭৫
ঙ.২. ঘর-বাড়িতে স্বাভাবিক চলাফেরা করার অধিকার.....৭৭
ঙ.৩. সন্ধ্যাবেলা শিশুদেরকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রাখা.....৭৮
ঙ.৪. ঘরের বাইরে স্ত্রীর বের হওয়ার অধিকার প্রসঙ্গ.....৭৯
ঙ.৫. ঘরে স্ত্রীর পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সাক্ষাত প্রসঙ্গ.....৭৯
ঙ.৬. ঘরে নারী ও পরপুরুষের একান্তে অবস্থান প্রসঙ্গ.....৮০
ঙ.৭. পুত্রবধূর চলাফেরায় শাশুড়ির অনাকাঙ্খিত নিয়ন্ত্রণ.....৮২
চ. গৃহে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর অধিকার রক্ষা করা.....৮৫-৮৮
চ.১. পরপুরুষকে ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি না দেয়া.....৮৫
চ.২. দরজা বন্ধ রেখে আড়ালে থেকে অনুমতি প্রার্থীর জবাব দান করা..৮৭
ছ. প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা ৮৮-৯৬
ছ.১. প্রতিবেশীকে সম্মান করা ও তার সাথে সদাচরণ করা.....৯১
ছ.২. প্রতিবেশীর অন্নসংস্থান করা.....৯২
ছ.৩. প্রতিবেশীর হাদিয়াকে তুচ্ছ করে না দেখা.....৯২
ছ.৪. বাড়ি-ঘর বিক্রির সময় নিকটতর প্রতিবেশীকে অগ্রাধিকার দান করা ৯৩

ছ.৫. বাড়িতে প্রতিবেশীর কষ্টদায়ক বা বিরক্তিসূচক কোনো কাজ না করা ৯৪
ছ.৬. প্রতিবেশীর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে ঘর নির্মাণ করা.....৯৪
ছ.৭. প্রতিবেশীকে প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষা দান করা.....৯৫
জ. বাড়ি-মালিক ও ভাড়াটিয়ার অধিকার ও কর্তব্য.....৯৬-১১০
জ.১. লিখিত চুক্তি সম্পাদন করা.....৯৭
জ.২. মানসম্মত বাড়ি ভাড়া নির্ধারণ করা.....৯৮
জ.৩. ভাড়া লেনদেনের প্রমাণপত্র সংরক্ষণ করা.....৯৯
জ.৪. ন্যায়ানুগ পন্থায় ভাড়া বৃদ্ধি করা.....১০০
জ.৫. বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা প্রসঙ্গ.....১০১
জ.৬. অগ্রিম ভাড়া গ্রহণ প্রসঙ্গ.....১০৩
জ.৭. ভাড়া বাড়ি বসবাসের উপযোগী করে রাখা.....১০৪
জ.৮. ভাড়াটিয়া কর্তৃক বাড়ির যত্ন গ্রহণ.....১০৬
জ.৯. বসবাসের ভাড়া-বাড়ি ভিন্ন কাজে ব্যবহার করা.....১০৭
জ.১০. বাড়ি বা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে বেশি মূল্যে ভাড়া দেওয়া ১০৭
জ.১১. মেয়াদ শেষে বাড়িটি খালি করে পরিষ্কার অবস্থায় মালিকের নিকট হস্তান্তর করা..... ১০৯
১১. গৃহনির্মাণ ও গৃহসজ্জা.....১১০-১২৯
ক. একান্ততা (privacy) রক্ষা করা.....১১০
খ. বাড়ি-ঘর প্রশস্ত হওয়া.....১১১
গ. গৃহের সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ তৈরি করা.....১১১
ঘ. গৃহের সাজসজ্জা.....১১২
ঘ.১. জীব-জন্তুর ছবি ও প্রতিকৃতি দ্বারা গৃহসজ্জা.....১১৪
ঘ.২. দরজা, জানালা ও দেওয়ালে পর্দা ঝুলানো.....১১৯
ঘ.৩. হিংস্র প্রাণীর চামড়া ফরাশ হিসেবে ব্যবহার করা ও দেওয়ালে ঝুলানো ১২১
ঘ.৪. স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা গৃহসজ্জা.....১২২
ঙ. বিলাসবহুল অট্টালিকা তৈরি না করা.....১২৩
চ. ঘরের মধ্যে নামাযের জন্য স্বতন্ত্র জায়গা রাখা.....১২৬
ছ. শৌচাগার কিবলামুখী না করা.....১২৮
জ. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার প্রতি নজর রাখা ১২৮

১২. গৃহের আসবাব পত্র.....**১২৯-১৪৬**

ক. স্বর্ণ-রৌপ্যের আসবাবপত্র ব্যবহার ১২৯

খ. ধাতব বস্তু ও দামী পাথরের আসবাবপত্র ব্যবহার.....১৩২

গ. রেশমের তৈরি আসবাবপত্র ব্যবহার করা.....১৩৩

ঘ. ক্রুস চিহ্নিত এবং মানুষ বা জীবজন্তুর চিত্রাঙ্কিত কিছু ব্যবহার করা..... ১৩৮

ঙ. খেলাধুলার সরঞ্জাম ও বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি রাখা ১৩৯

চ. শিশুদের খেলনাসামগ্রী ১৪৪

১৩. বাড়ি-ঘরের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কতিপয় বিষয়.....**১৪৬-১৫৭**

ক. ঘরে প্রবেশ ও ঘর থেকে বের হওয়ার সময় আল্লাহর যিকর করা....১৪৬

খ. ঘরে প্রবেশ করে মিসওয়াক করা.....১৪৭

গ. বাড়িতে কুকুর পোষা.....১৪৮

ঘ. ঘুমানোর সময় দরজা বন্ধ করা, বাতি ও চুলার আগুন নিভানো.. ....১৪৮

ঙ. নিয়মিত কুর'আন তিলাওয়াত ও আল্লাহর যিকর দ্বারা ঘর মাতিয়ে রাখা..১৫০

ঙ.১. ইসলামী পাঠাগার গড়ে তোলা.....১৫১

ঙ.২. শিক্ষামূলক চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা.....১৫২

ঙ.৩. নিয়মিত ইসলামী শিক্ষার আসরের আয়োজন করা ১৫৩

চ. ঘরের সদস্যদেরকে দীনী অনুশাসন মেনে চলতে অভ্যস্ত করা.....১৫৩

উপসংহার.....**১৫৭**